পরমভক্তির সহিত উল্লিখিত বিধির ক্রমানুসারে মানব অর্চ্চন একবার করে, আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকি। এই মানসপূজা কোনও কোনও অধিকারীতে স্বতন্ত্ররূপেও হইয়া থাকে। যেহেতু শৈলী দারুময়ী প্রভৃতি অষ্টবিধা প্রতিমার মধ্যে মনোময়ী প্রতিমাকে অষ্টমী প্রতিমা বলিয়া স্বতন্ত্ররূপে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৩।৪১ শ্লোকে উল্লেখ আছে—"অর্চ্চাদৌ হৃদপে বাপি যথালব্ধোপচারকৈঃ" ইত্যাদি শ্লোকে আবির্হোত্র যোগীন্দ্র নিমিমহারাজকে বলিয়াছেন—প্রতিমা প্রভৃতিতে অথবা হৃদয়ে যথালব্ধ উপচারের দ্বারা নিজাভীষ্ট দেবের অর্চ্চন করিবে। এই শ্লোকে বিকল্পবাচী "বা" শব্দ প্রয়োগ করিয়া হৃদয়ে পূজার স্বতন্ত্রতা দেখান হইয়াছে। এই মানসপূজার অধিকারী প্রতিষ্ঠান পুরের একটি ব্রাহ্মণ। তিনি মনোময়ী প্রতিমাকে মানসোপচারে পূজা করিয়া বৈকুণ্ঠধাম লাভ করিয়াছেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদচরিত্রে শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রসঙ্গের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় প্রকাশিত হইয়াছেন।

এইক্ষণ পূজার স্থানের বিচার করা হইতেছে। সেই পূজাস্থান বহু প্রকার। তন্মধ্যে শ্রীশালগ্রাম যন্ত্র ও মন্ত্র সেই সেই ভগবানের আকারের অধিষ্ঠান—এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীভগবানের যে আকার, তাহা শ্রীশালগ্রামাদিতে দেখা যায় না; কারণ আকারগত বৈলক্ষণ্য আছে। যদিও আকারে বৈলক্ষণ্য থাকুক, তথাপি ভগবদাকার চিন্তা করিবে। যেহেতু শাস্ত্রে উল্লেখ আছে—যেখানে শালগ্রাম শিলা, সেইখানেই শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান আছে। তন্মধ্যেও শ্রীভগবান যে ভক্তের অভীষ্ট দেব, সেই শ্রীভগবানের আকারের অধিষ্ঠানরূপে চিন্তা করাই সুন্দর সিদ্ধিপ্রদ! অর্থাৎ শালগ্রাম শিলায় যেমন শ্রীভগবানের আকার চিন্তা করিয়া লইতে হয়, সেই-প্রকার অভীষ্ট প্রতিমাতে চিন্তার অপেক্ষা থাকে না, সাক্ষাৎ শ্রীভগবান স্বাভাবিকভাবে সহজে তথায় প্রকটিত হইয়া থাকেন। এইজন্যই ১১।৩।৪৯ "মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ" শ্লোকে অর্থাৎ নিজাভীষ্ট ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির দ্বারা মহাপুরুষের অর্চ্চনা করিবে—এইরূপ বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, প্রভু রামচন্দ্র প্রভৃতি ভগবৎ স্বরূপের মথুরা দ্বারকা অযোধ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রই মহান অধিষ্ঠান। যেহেতু ১০।১।১৯ শ্লোকে উল্লেখ আছে যে—মথুরাতে ভগবান শ্রীহরি নিত্য সন্নিহিত আছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল প্রভৃতি মন্ত্রের ধ্যেয় বৈভবরূপে মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখ শ্রীগোপালতাপনী প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায়। বিশেষতঃ সাধক অন্যস্থানে থাকিলে সেইস্থানে স্থাপিত শ্রীভগবন্মূর্ত্তির অধিষ্ঠানরূপে ধ্যানের দ্বারা মথুরা প্রভৃতি ক্ষেত্রকেই প্রকাশ করিয়া তাহাতেই